হাওর এলাকার হাহাকার
সংবাদ সম্মেলন

২৬ এপ্রিল ২০১৭; সকাল ১১:০০টা; ভিআইপি লাউঞ্জ, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা

আয়োজনে: সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

আপনারা সকলেই অবগত যে, গত ২৯ মার্চ থেকে পাহাড়ি ঢল ও টানা বর্ষণে বাঁধ ভেঙ্গে ও বাঁধ উপচে সুনামগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে তলিয়ে গিয়েছে। তাহিরপুর উপজেলার 'শনির হাওর' নামে যে হাওরটির ফসল ঢলের পানি থেকে রক্ষা পেয়েছিলো, এখন সেটাও পানিতে ডুবে গিয়েছে। রক্ষা পায়নি জামালগঞ্জ উপজেলার 'পাকনার হাওরে'র বোরো ধান। পানিতে তলিয়ে গিয়েছে নেত্রকোণা, সিলেট, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং মৌলভীবাজারের কিছু কিছু এলাকা। ফলে এসব অঞ্চলের একমাত্র ফসল বোরো ধানের ক্ষেত বিনষ্ট হওয়ায় সেখানকার মানুষ হাহাকার করছেন। একইসাথে তারা আশঙ্কা করছেন দুর্ভিক্ষের।

খোদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৭ এপ্রিল কিশোরগঞ্জের মিঠামাইনে হাওর এলাকা পরিদর্শন শেষে বলেন, 'আমার জীবনে হাওরের এত ক্ষয়ক্ষতি দেখিনি।' তিনি হাওর অঞ্চলে ফসল হারানো কৃষকের সুব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং টানা বর্ষণের কারণে ধানের ক্ষেত তলিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বেশিরভাগ পুকুরের মাছ ভেসে গিয়েছে। এখন মড়ক দেখা দিয়েছে মাছসহ জলজ প্রাণীর। মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাঁধ ভেঙ্গে হাওর প্লাবিত হওয়ায় এখন পর্যন্ত এক হাজার ২৭৬ মেট্রিকটন মাছ বিনষ্ট হয়েছে এবং ৩ হাজার ৮৪৪ টি হাঁস মারা গিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে (*আমাদের সময়*, ২৩ এপ্রিল ২০১৭)। তলিয়ে যাওয়া ধান গাছ পঁচে অ্যামোনিয়া গ্যাস সৃষ্টি হওয়ায় এবং ফসলে প্রয়োগ করা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পানিতে মিশে দূষিত হয়ে পড়েছে পানি, দেখা দিয়েছে অক্সিজেন স্বল্পতা। বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় এবং মানুষের স্বাস্থ্যহানির। কোনো কোনো এলাকায় হাঁসের মড়ক দেখা দিয়েছে। বেশ কিছু এলাকায় সবজি ক্ষেত নষ্ট হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি ওঠায় সেগুলো বন্ধ রয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতের মেঘালয় রাজ্যের ইউরেনিয়াম ও কয়লা খনির বর্জ্য ভাটির দিকে নেমে আসাকে পানি দুষণের কারণ কিনা এমন প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও প্রাথমিক পরীক্ষায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমনি এক প্রেক্ষাপটে আমাদের আজকের এই সংবাদ সম্মেলন। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের শুরু থেকেই সুনামগঞ্জ জেলার কৃষক সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, সামাজিক-রাজনৈতিক-নাগরিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন সুনামগঞ্জ জেলাকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করে সরকারের প্রতি এই অঞ্চলের মানুষকে বাঁচানোর আহ্বান জানিয়েছে। একই দাবিতে সুজন-এর সুনামগঞ্জ জেলা কমিটিসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটিও মানববন্ধন করেছে। গত ১৯ এপ্রিল সুজন সুনামগঞ্জ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সম্পাদকের উপস্থিতিতে সুনামগঞ্জে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিকে সুনামগঞ্জ এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব সুনামগঞ্জকে দুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবি নাকচ করে দিয়েছেন। এব্যাপারে তাঁর বক্তব্য নিয়ে জনমনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে ২৩ এপ্রিল এক আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠক শেষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী বলেছেন যে, 'হাওরের পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয়নি যে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করতে হবে।' পরিস্থিতি এখনো তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। কিন্তু ২৪ এপ্রিল তারিখে *প্রথম আলো*তে 'সুনামগঞ্জ কি এখনো দুর্গত নয়?' এই শিরোনামে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে সুনামগঞ্জকে দুর্গত এলাকা ঘোষণার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। অন্যান্য গণমাধ্যমের শিরোনামেও দুর্গত এলাকার হাহাকারের কাহিনী উঠে এসেছে। যেমন:

- ধান মাছ সব গেছে বেঁচে থাকাই দায় (কালের কণ্ঠ, ২৫ এপ্রিল, ২০১৭)
- কান্না থামছে না হাওরে (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৫ এপ্রিল, ২০১৭)
- সুনামগঞ্জের হাওরে হাহাকার (মানবজমিন, ২৫ এপ্রিল ২০১৭)
- তাহিরপুর-সহ তিন উপজেলার কৃষক কাঁদছে (যুগান্তর, ২৪ এপ্রিল ২০১৭)
- হাওরাঞ্চলে ফসলহানি, অর্থনীতির বড় ক্ষতি (প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল)
- হাওরে মাছ বিনষ্ট ১২৭৬ মেট্রিক টন, হাঁস মরেছে ৩৮৪৪টি (আমাদের সময়, ২৪ এপ্রিল)
- হাওরে কৃষকের হাহাকার (যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০১৭)
- হাওরে হাহাকার, বিপর্যের শঙ্কা: ধান হারিয়ে দিশেহারা কৃষক, ভাটির জনপদে খাদ্যসঙ্কট (ভোরের কাগজ, ২১ এপ্রিল ২০১৭)

এমতাবস্থায় সরকারের কর্তব্য হবে সুনামগঞ্জ-সহ পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে যাওয়া অঞ্চলের বিপর্যয়টি আন্তরিকভাবে ও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা এবং ঐ অঞ্চলের বিপদাপন্ন মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা। একটি বিষয় বিবেচনায় রাখা দরকার যে, বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বেই হাওরাঞ্চলে এই বিপর্যয় শুরু হয়েছে। পুরোদমে বর্ষণ শুরু হলে আবারও পাহাড়ি ঢল আসবে এবং এলাকাটি ব্যাপকভাবে প্লাবিত হবে। কারণ চলতি বছরে ভেঙ্গে যাওয়া বাঁধগুলো আর নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। তাই, এখনকার জন্য প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষকে রক্ষা করা।

এই বিপর্যয়কে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলা হলেও এর নেপথ্যে মনুষ্যসৃষ্ট কিছু কারণ রয়েছে বলে আমরা মনে করি। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীদের মতে, যথাসময়ে ও যথাযথভাবে বাঁধ নির্মাণ না করায় এই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর তথ্যমতে, ফসলের সুরক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে সরকার ৬৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়। সুনামগঞ্জের বৃহৎ ৩৭টি হাওরসহ ৪২টি হাওরে ২০ কোটি ৭০ লাখ টাকা ২২৫টি

প্রকল্পের (পিআইসি) অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান/সদস্যদের সভাপতি করে গঠিত এসব প্রকল্প অনুমোদন দেন স্থানীয় সংসদ সদস্যগণ। অপরদিকে ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৬টি প্যাকেজে ঠিকাদার দিয়ে বোরো ফসল রক্ষায় বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারের দরপত্র আহ্বান করে পানি উন্নয়ন বোর্ড। প্রকল্পের কাজ ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ঠিকাদারদের কাজ ৩১ মার্চ ২০১৭ এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পিআইসি ও ঠিকাদারগণের দায়িত্বে অবহেলার কারণে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে বাঁধের কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি (*বাংলা ট্রিবিউন*, ২০ এপ্রিল ২০১৭)।

যুগান্তরের (১০ এপ্রিল) এক অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, ৩১ মার্চের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা থাকলেও ১১৬টি প্যাকেজের কাজে ঠিকাদারগণ সর্বোচ্চ ২০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করেন। বেশিরভাগ ঠিকাদার সম্পন্ন হওয়া কাজ থেকে বিল তুলে নেন অনেক বেশি। বাঁধ নির্মাণের এই দুর্নীতির সঙ্গে পাউবোর তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সুনামগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলীকে কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করে নেয় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়। বাঁধ নির্মাণে দুর্নীতির ব্যাপারে গত ১৭ এপ্রিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'সংসদ সদস্যসহ সব জনপ্রতিনিধি হাওররক্ষা বাঁধে দুর্নীতির ব্যাপারে একসুরে কথা বলেছেন। সবাই যদি এক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকেন তাহলে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি (*যুগান্তর*, ১৮ এপ্রিল ২০১৭)।'

০৪ মার্চ ২০১৭, *বাংলাদেশ প্রতিদিনে* প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধের অনিয়ম ও কাজের ধীরগতি নিয়ে কথা বলায় দুর্নীতিবাজ ঠিকাদারের লোকজনের পক্ষ নিয়ে সংসদ সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন রতনের সুনামগঞ্জের বাড়িতে হামলা করা হয়। এ ঘটনায় যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়কসহ ১৪ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলাও হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে সেতুমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক সভায় হাওরের বাঁধ নির্মাণ-সংস্কারের বরাদ্দের অর্থ আত্মস্মাৎ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন (*আমাদের সময়*, ২৪ এপ্রিল ২০১৭)। অর্থাৎ বাঁধ নির্মাণ নিয়ে যে নয় ছয় হয়েছে তা আগে থেকেই স্পষ্ট।

আপনারা জানেন, বাঁধ ভেঙ্গে ফসলহানির প্রতিবাদে জেলাজুড়ে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেন ফসলহারা কৃষকেরা। বাঁধ ভাঙা শুরু হওয়ার পর থেকে কোনো বাঁধেই দেখা পাওয়া যায়নি পাউবো প্রকৌশলী, ঠিকাদার কিংবা পিআইসি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। স্বেচ্ছাশ্রমে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন বাঁধে কাজ করলেও ফসলকে সুরক্ষা দিতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে সুনামগঞ্জের হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণে দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্তে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পাশাপাশি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) থেকে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে বাঁধ নির্মাণে যারা দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে পাউবো'র তদন্ত কমিটিতে রাখায় এই কমিটি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

হাওর এলাকার বোরো ফসল নিয়ে দুর্দশার এই চিত্র এবার নতুন নয়। বছরের পর বছর এক ফসলের উপর নির্ভরশীল কৃষকরা দুর্নীতি আর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে করতে অনেকটা সর্বশান্ত। এই অবস্থার পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। এসকল দুর্গত মানুষের স্থায়ী ও টেকসই সমাধান আজ জরুরি। সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কালো থাবা থেকে বোরো চাষীদের রক্ষা করতে বিভিন্ন সংগঠন, সাংবাদিকসহ প্রতিটি বিবেকবান মানুষ আজ স্বোচ্চার, প্রতিবাদমুখর। তারা মনে করেন, বোরো চাষীরাই হাওর এলাকাসমূহের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। এই খাতকে সুরক্ষা দিতে না পারলে এই জনপদের মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও অর্থনেতিকভাবে যারপরনাই পিছিয়ে পড়বে। আশার কথা যে, সরকার ইতিমধ্যেই জেনারেল রিলিফ-জিআর ও ভিজিডি/ভিজিএফসহ স্বল্পমূলে খোলাবাজারে (ওএমএস) চাল ও আটা বিক্রির কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

'সুজন' জন-মানুষের এই ভাবনার সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত। বোরো প্রধান হাওর এলাকার কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখতে আমরা সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে চাই:

১. *দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২*-এর ২২ ধারা অনুযায়ী, 'রাষ্ট্রপতি, স্বীয় বিবেচনায় বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৩) এর অধীন সুপারিশ প্রাপ্তির পর... দেশের কোন অঞ্চলে দুর্যোগের কোন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা মোকাবেলায় অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা... আবশ্যক, তাহা হইলে... সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে দুর্গত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন।' উক্ত আইনের আলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হাওর এলাকাসমূহকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করা।
২. ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে কৃষকদের জরুরি সহায়তা ও পুনর্বাসন প্রদান করা। বিশেষ করে হাওরাঞ্চলের কৃষকদের বাঁচাতে আগামী বৈশাখী ফসল তোলার আগ পর্যন্ত হাওরাঞ্চলে সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি অব্যাহত রাখা।
৩. বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত করা, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া এবং দুর্নীতির অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরৎ নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪. ফসল রক্ষা বাঁধগুলো জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা, হাওরাঞ্চলে ফসলরক্ষা বাঁধকে যুগোপযোগী করা, বাঁধের ডিজাইনে পরিবর্তন আনা এবং শুকনো মৌসুমে হাওর এলাকার নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওর খনন করাসহ স্থায়ী ও টেকসই সমাধান করা জরুরি ।
৫. কৃষকের পাশাপাশি মৎস্য আহরণ পেশায় জড়িতদের সুরক্ষার জন্য সরকারি পুনর্বাসনের আওতায় নিয়ে আসা। পাশাপাশি মৎস্যসম্পদ সুরক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপক প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. জরুরিভিত্তিতে দুর্যোগ কাটাতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় স্বল্পমূল্যে খোলাবাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা করা।

আমরা আশা করি, সরকার হাওর এলাকার ফসলহারা কৃষকসহ আপামর জনগণকে মহা-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ দিতে এবং ভবিষ্যতে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে উপরোক্ত দাবি ও প্রস্তাবনাগুলো দ্রুত কার্যকর করার ক্ষেত্রে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।